



সম্পর্কের টানাপড়েনে পুত্রবধূর করণীয়

● নুসরাত জাহান

দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাটানোর পর জীবনসায়াকে এসে অনেককেই দেখা যায় জীবনসাথীর সঙ্গে ঝগড়া করতে। হয়তো তারা আগে কখনই ঝগড়া করেননি, শেষ বয়সে এসে করছেন। আবার এমনও হতে পারে, আগে তাদের মধ্যে খুব একটা ঝামেলা হতো না, কিন্তু এখন প্রায়ই হচ্ছে। আসলে দীর্ঘদিন একত্রে সংসার করলেই যে স্বামী-স্ত্রীর সব বিষয়ে একমত, সামঞ্জস্য বা সমঝোতা থাকবে, তা কিন্তু নয়! বরং এমনও হতে পারে, দীর্ঘসময় একসঙ্গে কাটানোর ফলেই তারা একে অপরের সঙ্গে অমিলগুলো চূড়ান্তভাবে টের পান। এর ফলে ঝগড়া হওয়াটাই স্বাভাবিক।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ হতেই পারে, সেটা যে বয়সেই হোক না কেন! এই কলহ

নিজেদের মধ্যে থাকলে কোনো সমস্যা হয় না। তবে ঝগড়া যখন গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছে যায় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে, তখন তা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয় বউমা অর্থাৎ পুত্রবধূকে। কারণ শেষ বয়সের দিকে মেয়েরা বিয়ে করে চলে যায় শ্বশুরবাড়িতে আর ছেলেরা থাকে সারাদিন ঘরের বাইরে, কাজে। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ির ঝগড়া মেটাতে বা মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসতে হয় পুত্রবধূকেই। এতে আবার রয়েছে ঝামেলা! এ সময় একজনের পক্ষে কথা বললে অন্যজনের মুখ হয়ে যায় ভার। আবার, তারা বয়সে বড় বলে কড়া কথা বলে শাসনও করা যায় না। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ির ঝগড়া পুত্রবধূর জন্য হয়ে ওঠে অশান্তিকর। বাড়ির এবং নিজের হাজারো কাজ সামলে নিত্যদিনের এই ঝগড়া মীমাংসা করা পুত্রবধূর পক্ষে সত্যিই কঠিন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তো করতেই হয়।

সামলে উঠতে দিন

ঝগড়ার শুরুতেই নিজে থেকে এগিয়ে যাবেন না। এমনকি কোনো মতামতও দেবেন না। তাদের সমস্যাটা প্রাথমিকভাবে তাদেরই সামলে উঠতে দিন।

জেনে নিন

যখন আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে ঝগড়া হয় না, অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি ভালো থাকে তখন কথা প্রসঙ্গে জেনে নিন, তাদের মধ্যে আসলে ঠিক কী সমস্যা হচ্ছে।

আলাদাভাবে বোঝান

দুজনকে আলাদাভাবে বোঝান। কখনই একজনের কাছে অন্যজনের দোষ দিয়ে বা সমালোচনা করে কথা বলবেন না। এতে পরিণতি উল্টোটা হতে পারে।

সম্মানহানির কথা বলুন

জোরে জোরে ঝগড়া করলে শ্বশুর-শাশুড়িকে বুঝিয়ে বলুন,

তাদের চিৎকার-চোঁচামেচির আওয়াজ বাড়ির বাইরে গেলে প্রতিবেশীরা এ নিয়ে ভালো-মন্দ কথা বলতে পারে এবং এতে তাদের সম্মানহানি হবে।

স্বামীর সঙ্গে কথা বলুন

বিষয়টি নিয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করুন। আপনার স্বামীরই তো বাবা-মা, তাই কীভাবে এই পরিস্থিতি সামলাতে পারলে ভালো হয়, এ ব্যাপারে স্বামীর পরামর্শ নিন।

মাথা ঠাণ্ডা রাখুন

ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে গেলে মাথা গরম করবেন না বা দিশেহারা হবেন না। মাথা ঠা- রেখে পরিস্থিতি বিচার করে সেই অনুযায়ী সামাল দিন।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিন

আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির বয়স, স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। মনে রাখবেন, সব মানুষ এক রকম হন না। তাই সবার ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা কাজ না-ও করতে পারে।

অন্যদের বলবেন না

এই সমস্যা নিয়ে আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। এতে আপনার পরিবারই অন্যের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠবে। যদি কেউ নির্ভরযোগ্য থাকে পরিচিতদের মধ্যে, তবেই আলোচনা করুন।

কথা বলুন

শ্বশুরের ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলুন। তারা বোঝালে হয়তো কাজ হতে পারে। শাশুড়ির সঙ্গে নিজেই কথা বলুন।

একটা বয়সের পর কোনো মানুষকেই পুরোপুরি বদলে ফেলা যায় না, এটা নিজে মনে রাখুন এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে বোঝান। আপাত পরিস্থিতি সামলে উঠে তবেই তাদের স্বভাব ও কর্মকা- বদলে ফেলার কথা ভাবুন। ■

বিষয়টি নিয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করুন। আপনার স্বামীরই তো বাবা-মা, তাই কীভাবে এই পরিস্থিতি সামলাতে পারলে ভালো হয়, এ ব্যাপারে স্বামীর পরামর্শ নিন